بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২০ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদত ও বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরতা এবং এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)'র ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। হযরত আলী (রা.)-কে ঘিরে এর পরবর্তী যেসব ঘটনা বর্ণিত হবে, সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী হুযূর (আই.) উদ্ধৃত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামাতের সদস্যদের বলেন, আপনারাও যেহেতু সাহাবীদের সদৃশ, তাই মুসলমানরা কীভাবে ও কী কারণে ধ্বংস হয়েছিল— তা আপনাদের জানা প্রয়োজন; আর এ বিষয়ে নিজেদেরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন আর নবাগত ও পরবর্তী প্রজন্মেরও যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)'র যুগে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তা সাহাবীদের কারণে সৃষ্টি হয় নি; বরং এটি ছিল তাদের সৃষ্ট, যারা পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে যারা ছিল বঞ্চিত। তিনি (রা.) এথেকে রক্ষা পাবার উপায়স্বরূপ যুগ-খলীফার সান্নিধ্য ও সাহচর্য অবলম্বন করার নিমিত্তে বেশি বেশি কেন্দ্রে অর্থাৎ কাদিয়ান যাওয়ার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এভাবে কেন্দ্র ও খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং মানুষ ঈমান ও তাক্বওয়ায় সমৃদ্ধ হতে থাকবে। বর্তমান যুগে এমটিএ'র কল্যাণে এই কাজ যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে— তা উল্লেখপূর্বক হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী অধ্যয়নের পাশাপাশি নিয়মিত আবশ্যিকভাবে এমটিএ'তে প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা, বক্তৃতাদি এবং সেইসাথে অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা দেখার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন, যেন খিলাফতের সাথে সম্পর্ক বজায় থাকে এবং তা ক্রমশঃ নিবিড় হতে থাকে। এরপর হুযূর (আই.) হযরত আলী (রা.) সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন।

হুযূর প্রথমে জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধের ঘটনাবলী তুলে ধরেন, যা ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী (রা.) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)'র মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং একটি উটে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, যার কারণে এই যুদ্ধের এরূপ নামকরণ হয়। যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) সে বছর হজ্জে গিয়েছিলেন এবং মক্কায় অবস্থানকালেই তিনি হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ পান। মদীনায় ফেরার পথে উবায়েদ বিন আবু সালমা (রা.) তাকে খবর দেন যে, হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের পর হযরত আলী (রা.) খলীফা হয়েছেন এবং মদীনায় চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) মক্কায় ফেরত যান এবং হযরত উসমান (রা.)'র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং মদীনার নৈরাজ্য দূর করার জন্য সাহাবীদের আহ্বান করেন; অনেক সাহাবী তাঁর নেতৃত্বে সমবেত হন এবং হযরত তালহা ও যুবায়ের (রা.)ও তার পক্ষে অংশ নেন। এই বাহিনী যখন বসরায় পৌঁছে, তখন হযরত আয়েশা (রা.) শহরের বাসিন্দাদের প্রতি একই আহ্বান জানান এবং অনেকেই তার পক্ষে যোগ দেন; আরেক দল হযরত আলী (রা.)'র পক্ষ নিয়ে তার নিযুক্ত আমীর উসমান বিন হুনায়ফ (রা.)'র নেতৃত্বে সমবেত হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু সংঘর্ষও হয়। ইতোমধ্যে হযরত আলী (রা.)ও নিজ বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন এবং হযরত আয়েশার (রা.)'র

বাহিনীর নিকটেই শিবির স্থাপন করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পূর্বেই হযরত আলী (রা.) অপর পক্ষের সাথে আপোস করার উদ্যোগ নেন; হযরত যুবায়ের (রা.)-কে যখন মহানবী (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, **কোন এক সময় তিনি হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত ভুল হবে এবং আলী ন্যায়ের পক্ষে থাকবেন,** তখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং যুদ্ধ থেকে বিরত হন। আসলে হযরত উসমান (রা.)'র হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই দলে দলে ভাগ হয়ে একদল হযরত আলী (রা.)'র কাছে যায়, একদল যায় হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে এবং একদল যায় আমীর মুয়াবিয়ার কাছে। তারা প্রত্যেককেই ভুল বুঝিয়ে এবং মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে। হযরত আলী (রা.)'র সাথে হযরত আয়েশা (রা.) এবং তালহা ও যুবায়ের (রা.)'র আলোচনার ফলে যখন পুরো বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় এবং তাঁরা সবাই যুদ্ধ না করতে সম্মত হয়, তখন এই কুচক্রীরাই গোপনে শলাপরামর্শ করে রাতের আঁধারে দুই পক্ষ থেকেই অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ করে; যার ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ আর প্রকৃত বিষয় খতিয়ে দেখার সুযোগ পায় নি যে, কে বা কারা আক্রমন করেছে আর তাদের উদ্দেশ্যই বা কী? যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা.)'র উটকে কেন্দ্র করে প্রবল আক্রমণ রচিত হতে থাকে, আর এ কারণে যুদ্ধে বিরতি হওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। তখন বাধ্য হয়েই তাঁর উটের পা কেটে ফেলে হযরত আয়েশা (রা.)-কে নামিয়ে আনা হয় এবং যুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধ-পরবর্তী আলোচনায় হযরত আয়েশা (রা.) ও আলী (রা.)'র মাঝে বার বার এ কথাটি ঘুরে-ফিরে আসতে থাকে যে, এটি যুদ্ধ করার মত কোন বিষয় ছিল না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই হযরত যুবায়ের ও তালহা দৃস্কৃতকারীদের হাতে শহীদ হন, কিন্তু তারা কেউই খলীফার অবাধ্যতায় মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং হযরত আলী (রা.)'র হাতে বয়আত করেই শাহাদাতবরণ করেন।

এই যুদ্ধের মাধ্যমে হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতের বিষয়ে অন্যান্য সাহাবীদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচলেও আমীর মুয়াবিয়ার ক্ষোভ তখনও প্রশমিত হয় নি। এরই পরিণামে ঘটনা সিফফীনের যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। এই যুদ্ধ ৩৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল; সিফফীন সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি স্থান। হযরত আলী (রা.) কুফা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে সিফফীন পৌঁছে দেখেন যে আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে সিরিয়ান বাহিনী আগেই সেখানে শিবির স্থাপন করে বসে আছে। হযরত আলী (রা.) তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেন নি বরং আমীর মুয়াবিয়ার সাথে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে এসেছেন, কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া নিষ্পত্তি করতে সম্মত হন নি। এমনকি সিরিয়ান বাহিনী হযরত আলী (রা.)'র বাহিনীকে ফুরাত নদী থেকে পানি নিতেও বাধা দেয়, তখন হযরত আলী (রা.) তাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। সিরিয়ান বাহিনী পরাজিত হয়, পানি হযরত আলীর করায়ত্ত হওয়ার পরও তিনি সিরিয়ানদের পানি নিতে বাধা দেন নি। মুয়াবিয়া গোঁ ধরেছিলেন, হযরত আলী (রা.) যেন উসমান (রা.)'র হত্যাকারীদেরকে তার হাতে তুলে দেন, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় তা করা সম্ভব ছিল না, আর হত্যাকাণ্ডের পেছনের অনেক কুশীলবই তো মুয়াবিয়ার সাথেও ছিল। উভয় পক্ষের শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিরা বারবার যুদ্ধ থামানোর অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষমেশ যুদ্ধ বেধেই যায়। যুদ্ধে মুয়াবিয়ার পরাজয় আসন্ন ছিল, তখন হযরত আমর বিন আস তাকে পরামর্শ দেন যে, মুয়াবিয়ার বাহিনীর লোকেরা যেন বর্শার ফলায় কুরআন শরীফ বেঁধে ঝুলিয়ে বলতে থাকে; কুরআনের সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত তারা চায় না। এটি এক সূক্ষ্ম

চালাকি ছিল, যার পরিণতিতে যুদ্ধ-বিরতি হয়। হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে যেসব মুনাফিক স্বভাবের লোক ছিল, তারা তাকে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসা করাতে চাপ দেয়। ফলে আলীর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) যান এবং মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে আমর বিন আস আসেন। তাদের দায়িত্ব ছিল কুরআনের ভিত্তিতে উসমান (রা.) সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করা, কিন্তু কোন এক অজানা কারণে তারা দু'জন প্রথমে হযরত আলী ও মুয়াবিয়া— দু'জনকেই তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাবে সম্মত হন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আবু মূসা আশআরী (রা.) সেই ঘোষণাই দেন, অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-কে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়ার ঘোষণা দেন; কিন্তু অজানা কোন কারণে আমর বিন আস মুয়াবিয়াকে স্বপদে বহাল রাখেন। তাদের এরূপ করার কোন অধিকারও ছিল না, আর তাদেরকে এই দায়িত্বও দেয়া হয় নি; হযরত আলী (রা.) তাদেরকে দায়িত্ব দেয়ার সময় স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, তাদের সিদ্ধান্ত যদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয়, তবে তিনি তা মানবেন, নতুবা নয়। তাছাড়া হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে ঐশী খিলাফতের দায়িত্বে ইস্তফা দেয়ার কোন অবকাশও ছিল না। কিন্তু তার পক্ষের সেই মুনাফিক প্রকৃতির লোকেরা তখন এই বলে হৈচৈ আরম্ভ করে যে, হযরত আলী (রা.) কেন তাদের কথা মেনে তৃতীয় পক্ষকে দায়িত্ব দিলেন, আর এখন কেন তৃতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত মানছেন না! এভাবে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অন্যায়ভাবে হযরত আলী (রা.)'র বয়আত থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করে। তারা বলে আমাদের পরামর্শ ভুল ছিল তাই আমরা তওবা করছি আর আপনিও যেহেতু আমাদের কথা শুনে ভুল করেছেন তাই আপনিও তওবা করুন। **তাদের বক্তব্য ছিল, অধিকাংশ মুসলমানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করতে হবে কেননা, কোন একজনকে আমীর মেনে তার নির্দেশ মান্য করা আবশ্যক হলে— এটি খোদার নির্দেশ পরিপন্থী হবে।** এই দলটিই ইসলামের ইতিহাসের কুখ্যাত খারেজীদের দল, যাদের কারণে পরবর্তীতে **নাহরাওয়ান** এর যুদ্ধও সংঘটিত হয়।

খারেজীরা আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত আলী (রা.)'র প্রতি অনুগত থাকার কারণে তারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন খুব্বাব (রা.)-কে হত্যা করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী'র পেট চিড়ে তাকেও নৃশংসভাবে হত্যা করে, এছাড়া তায়ে গোত্রের তিনজন মহিলাকেও হত্যা করে। এরপর মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হযরত আলী (রা.)'র প্রেরিত দূত হারেস বিন মুর্‌রা (রা.)-কেও তারা হত্যা করেছিল। এ সময় হযরত আলী (রা.) নিজ বাহিনী নিয়ে পুনরায় সিরিয়া অভিমুখে যাচ্ছিলেন, কিন্তু খারেজিদের অপকর্মের কারণে তিনি সিদ্ধান্ত বদলে তাদের দিকে ৬৫ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন ও নাহরাওয়ান এর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং খারেজীরা সমূলে ধ্বংস হয়। আব্দুল ওয়াহাব খারেজীর নেতৃত্বে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একহাজার আটশ'জনের মধ্যে সবাই নিহত হয়, এক বর্ণনা অনুসারে তাদের মাত্র দশজনেরও কম জীবিত ছিল বলে জানা যায়। হযরত আলী (রা.)'র পক্ষের সাতজন শহীদ হন। এই যুদ্ধ ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে হুযূর (আই.) অবগত করেন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর পুনরায় পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার প্রতি জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করেন; বিগত কয়েকদিনে আলজেরিয়ায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতির বিষয়েও হুযূর অবগত করেন যে, সেখানকার পৃথক দু'টি আদালত মিথ্যা মামলার শিকার কয়েকজন আহমদীকে মুক্তি দিয়েছে; হুযূর ন্যায়পরায়ণ সেই বিচারকদের জন্যও দোয়া করেন। পাকিস্তানের নীতিহীন কর্মকর্তা ও বিচারকদের জন্যও হুযূর দোয়া করেন, তারা যেন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করে,

অন্যথায় তাদের অদৃষ্টে যদি সংশোধন লেখা না থাকে— তবে আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত তাদের ধৃত করেন এবং আহমদীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেন। হুযূর উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কয়েকটি দোয়ার তাহরীকও করেন; দোয়াগুলো হল— **রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা- রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী; আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া না'উযু বিকা মিন শুরূরিহিম** এবং সেইসাথে বেশি বেশি ইস্তেগফার ও দরূদ পাঠ করার নির্দেশ দেন। হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমানে আপনারা এই দোয়াগুলো বেশি বেশি পড়ার এবং নফল ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হোন।

এছাড়া হুযূর ৫টি গায়েবানা জানাযা পড়ানোরও ঘোষণা দেন।প্রয়াতরা হলেন, খায়েরপুরের শহীদ অধ্যাপক আব্বাস বিন আব্দুল কাদের সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররমা হুমদা আব্বাস সাহেবা, ইরাকের রেযওয়ান সাইয়্যেদ নাঈমী সাহেব, কেনিয়ায় কর্মরত মুবাল্লিগ মুহাম্মদ আফযাল জাফর সাহেবের পিতা সারগোধা নিবাসী মোকাররম মালেক আলী মুহাম্মদ সাহেব, লাহোরের শাফকাত মাহমুদ সাহেবের পুত্র এহসান আহমদ সাহেব এবং হযরত মওলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেবের পুত্র মোকাররম রিয়াযুদ্দীন শামস সাহেব। হুযূর তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন আর তাদের পুণ্যের ধারা তাদের বংশধরদের মাধ্যমে অব্যাহত থাকার জন্যও দোয়া করেন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]